মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশী পিস্তলসহ ৩ জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ইটালি তৈরী একটি অত্যাধুনিক ম্যাগজিন ও পিস্তলসহ ৩ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর অবস্থানরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টিম।

আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় জনৈক বাবলুর বাড়ি পাশ থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়।
আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে আওয়ামীলীগ সমর্থক কাঠমিস্ত্রি সাইফুল ইসলাম(৩২), দারিয়াপুর গ্রামের কাওসার আলীর ছেলে পেশাদার চোর এনামুল হক (৩৫) এবং একই গ্রামের মিন্টু আলীর ছেলে বিএনপি সমর্থক সাইফুল ইসলাম (৩২)।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর জাহিনের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ এই তিনজনকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, দারিয়াপুর গ্রামের আটক এনামুল হকের বিরুদ্ধে চুরিসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। সে এর আগেও এলাকায় কয়েকটি দোকানে চুরি করে ধরা পড়েছিল। এনিয়ে তার বিরুদ্ধে একাধিকবার শালিস বৈঠক ও জরিমানা করা হয়েছে।

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গেলোরাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর জাহিনের নেতৃত্বে একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার জতারপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম, একই উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের এনামুল হক ও অপর সাইফুল ইসলামকে আটক করে। তাদের আটকের জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে অস্ত্রের কথা স্বীকার করেন। তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শহরের স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার ঝটকার ছেলে বাবলুর বাড়ির পাশ থেকে ইটালি তৈরি ম্যাগাজিনসহ একটি অত্যাধুনিক পিস্তল উদ্ধার করেন।

এঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর থানা পুলিশের কাছে

হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে গ্রাম আদালত প্রকল্পের অগ্রবর্তী পরিদর্শন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গ্রাম আদালত প্রকল্পের অগ্রবর্তী পরিদর্শন করেছেন জাতীয় প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর বিভাস চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব সহকারী ও অন্যান্য মেম্বারদের সাথে গ্রাম আদালত এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এবং মামলার লতি পর্যবেক্ষণ, একলাস পরিদর্শন করেন।

এ সময় গ্রাম আদালতের সেবা পেয়েছে এমন উপকার ভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর শংকর পাল, গ্রাম আদালত ইউএনডিপির প্রজেক্ট এনালিস্ট শরিফা পারভীন, গ্রাম আদালত বাস্তবায়ন কমিটির জেলা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা সমন্বয়কারী শাকিলুজ্জামান, প্রকল্প সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম।

পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের সাথে গ্রাম আদালতের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মুজিবনগরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উঠান বৈঠকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহেনাজ।

উঠান বৈঠকে উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন, আপনাদের সন্তানদের দেখে শুনে রাখবেন বর্তমান সমাজে অনলাইন জুয়া, মাদক এবং বাল্যবিবাহে বিস্তার ঘটছে এগুলো থেকে আপনি দূরে থাকবেন আপনার সন্তানকেও থেকে দূরে রাখবেন। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে আপনাদের সন্তানদের মোটর বাইক কিনে দিবেন না কারণ মোটরবাইকে দুর্ঘটনা ঘটলে আপনার সন্তানদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এমনকি আপনি আপনার সন্তানকেও হারাতে পারেন তাই তাদেরকে বোঝাবেন এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন তারা যেন মাদকাসক্ত না হয়ে পড়ে এবং অনলাইন জুয়ায় যেন জড়িয়ে না পড়ে।

সময় উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক আলমগীর কবির, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার মুছারুউদ্দিন সহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং একটি বাড়ি একটি খামারের সদস্যাবৃন্দ।

মুজিবনগরে তারানগর গ্রাম

বিএনপির আয়োজনে দোয়া ও আলোচনা সভায়

তিনি বিএনপি’র নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন,ছাত্রজনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলার আশীর্বাদ স্বরূপ আমরা ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে একটি নতুন দেশ পেয়েছি। এই দেশ গঠনে পুলিশ বিজিবি, র্যাব, সেনাবাহিনী এবং সিভিল প্রশাসনের পাশে থেকে দেশ গঠনে তাদের সহযোগিতা করে যেতে হবে।

দুর্নীতিবাজ খুনি শেখ হাসিনার আওয়ামী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, গুম খুন হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে আরও শক্তিশালী হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। বিগত ১৭ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশের মানুষের কোন বাক স্বাধীনতা ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারত না। বিগত বছর গুলোতে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের নেতারা কি ছিল জনগনের হক মেরে আজ তারা কোটি টাকার মালিক। আমি সেইসকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বলতে চাই আপনারা বিগত ১৬টি বছরে যে সকল অপকর্ম , দুর্নীতি করে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, সেই সকল অপকর্ম, দুর্নীতির প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাই আপনারা চুপ থাকুন বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না।

আপনারা বিল খেয়েছেন পুকুর খেয়েছেন ভিজিএফ এর চাল খেয়েছেন বিধবা ভাতা দেওয়ার নাম করে টাকা খেয়েছেন টিসিবির চাল খেয়েছেন সব আমাদের জানা এগুলা এখন দরিদ্র অসহায় মানুষ আছে যারা তারা খাবেন কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না যদি ভালো থাকতে চান গরিব অসহায় মানুষের কোন হক মেরে খাওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনাদের পালিয়ে যাওয়া নেত্রী শেখ হাসিনা ফিরে আসবে আওয়ামীলীগ আবার ক্ষমতায় আসবে এই দিবস স্বপ্ন দেখবেন না।
আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর বিএনপির আয়োজনে,
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

উক্ত দোয়া মাহফিলে বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

যুবনেতা আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন,মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর প্রমুখ।

এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং জুলাই আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আওয়ামীলীগের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে- আমিরুল ইসলাম

আওয়ামীফ্যাসীবাদী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে লৌহ ইস্পাত কঠিন হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। আমরা দেখেছি বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্ব থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের কোন স্বাধীনতা ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতির কথা বলতে পারতো না। বিগত ১০ বছর আগেও আমরা দেখেছি যে

সকল আওয়ামী লীগের নেতারা ভাঙ্গা মোটরসাইকেল করে ঘুরে বেড়াতো তারা আজ হাজার কোটি টাকার মালিক। আমি সেই সকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বলতে চাই আপনারা বিগত ১৬টি বছরে যে সকল অপকর্ম, দুর্নীতি করে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, সেই সকল অপকর্ম, দুর্নীতির জন্য আপনাদের সকলকে শাস্তি পেতে হবে।বিগত বছরে আপনারা আমাদের যেভাবে অপমান করেছেন, অত্যাচার করেছেন, ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন, স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে দেননি, রাতে বাড়িতে শান্তি ভাবে ঘুমাতে দেননি। আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে আপনাদের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে।

আজ রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস দক্ষিন পাড়ায় ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

উক্ত দোয়া ও আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা শরিফ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

যুবনেতা আব্দুল হালিমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শেখ সাদী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা তাতীদলের সাধারন সম্পাদক আশরাফুল আলম মন্টু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর প্রমুখ।

এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং জুলাই আগস্টে ছাত্র-

জনতার আন্দোলনে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা সফল করার লক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে ইউনিয়ন বিএনপি।

আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮ টার সময় দারিয়াপুর খানপুর ইউনিয়ন বিএনপির অফিসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি মূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

জেলা বিএনপির সদস্য হাশেম আলীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামসুজোহা, সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র জনসভা সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভায় ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র নেত সহ দারিয়াপুর ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি’র বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ভারতীয় ১১ কেজি গাঁজাসহ আটক-১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১১ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ দীপক (২৬) নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মুজিবনর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজাসহ আটক করেন।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মুজিবনগরের আনন্দবাস বিওপি কমান্ডার হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

মাদক ব্যবসায়ী দীপক মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের উজ্জল হোসেনের ছেলে।

আনন্দবাস বিওপি কমান্ডার হাবিলদার রফিক জানান, গাঁজার একটি চালান পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে একজন পালিয়ে গেলেও ১১ কেজি গাঁজাসহ দীপক আটক হন। এঘটনায় পলাতক রয়েছেন একই গ্রামের পিন্টু হোসেনের ছেলে রাজু আহমেদ (৩২)। তাকেও আটকের চেষ্টা চলছে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটক দীপককে মুজিবনগর থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সোনার বাংলা গড়তে হলে আগে সোনার মানুষ বানাতে হবে– জেলা আমির মাও: তাজউদ্দীন খাঁন

৫ আগস্ট এর আগে মনে হতো দেশে একটাই দল ছিল আওয়ামী লীগ। তারা মনে

করেছিলো তারাই সারাজীবন রাজত্ব করে যাবে। কিন্তু আল্লাহর মাইর দুনিয়ার বাইর।

১৭ টা বছর আমাদের উপর যে জুলুম, অত্যাচার এবং নির্যাতন করে গিয়েছে এটা মুখে বলে বলে শেষ হবেনা। আপনারা সবকিছু জানেন। তারা বিভিন্নভাবে জামায়েত ইসলাম দলটিকে দাবাতে চেষ্টা করেছিল। ৭১ সালের অজুহাত দিয়ে আমাদের দাবিয়ে দেওয়া হলো। তারা চেয়েছিলো এই দলটিকে শুধু বাংলাদেশ থেকে নয় পৃথিবী থেকে শেষ করে দেয়া হবে। কিন্তু সেটা পারেনি। বরং বাংলাদেশের বারোটা পর্যন্ত বাজিয়ে দিয়েছে তারা।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের আয়োজনে এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মেহেরপুর জেলা জাময়াতের আমির মাওঃ তাজউদ্দীন খান।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলে বক্তব্য দিয়েছে। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের কারণে এ জাতি দুঃশাসনে পড়েছে।

গত ১৭ বছর তারা ক্ষমতায় থেকে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ। বাংলাদেশের জনবল হিসেবে প্রতিটা মানুষের মাথায় ১ লাখ টাকা করে ঋণের বোঝা পড়ছে। বর্তমানে যে শিশু জন্মগ্রহণ করছে সেই শিশু এক লাখ টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আসছে।

তিনি বারবার বক্তব্য দিতেন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসাবে পরিণত করবে। কিন্তু তিনি করতে পারেন নি। কারণ সোনার বাংলা গড়ার টাকা দিয়ে তাদের নেতাকর্মীরা বড় বড় বিল্ডিং বানিয়েছে, বিদেশে ব্যবসা তৈরি করেছে। তাই বক্তব্য দিয়ে কোনদিন দেশের পরিবর্তন আনা যাবে না, এমনকি সোনার বাংলাও করা যাবে না। সোনার বাংলা গড়তে হলে আগে সোনার মানুষ বানাতে হবে। আমরা চাই আগামী দিনে কল্যাণ রাষ্ট্র পরিণত করতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

কর্মী সভায় দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের আমির মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির মাওঃ খানজাহান আলী, উপজেলা কর্ম পরিষদের সদস্য হাফেজ মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের সাধারন সম্পাদক আব্দুল হালিমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা জামায়াতে

ইসলামের সাধারন সম্পাদক আবুল বাশার, জেলা কর্ম পরিষদের সদস্য জারজিস হুসাইন, উপজেলা কর্ম পরিষদের সদস্য মোশাররফ হোসেন, আমীর হোসেন, ফজলুল হক গাজী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে দারিয়াপুর ইউনিয়ন,ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামের নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ২৮৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ২৮৩ বোতল নিষিদ্ধ মাদক ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ দিকে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের একটি টহল টিম উপজেলা সোনাপুর গ্রামের মাঝপাড়া সীমান্তের ১০৫/৩ এস পিলার থেকে ৪০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাঝপাড়া কবরস্থানের পাশে লিচু বাগান থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেনসিডিল গুলো উদ্ধার করে।

মুজিবনগর বিজিবির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবুল বাশার জানান, ভারত থেকে সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে একটি ফেনসিডিলের চালান আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির টহল টিম অভিযান পরিচালনা করে। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা কবরস্থানে পাশে লিচু বাগানের মধ্যে ফেনসিডিল গুলো ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি সেখানে গিয়ে ২৮৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলের উদ্ধারের বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি জিডি করা হবে এবং ফেনসিডিল গুলো বিজিবি সেক্টরে জমা দেওয়া হবে।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন

মুজিবনগরে “আগামী প্রজন্মকে সক্ষম করি দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৪। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর বাস্তবায়নে,আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৪ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে র্যালি, আলোচনা সভা, ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।
দিবসটির পালন উপলক্ষে সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য রেলি উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয় সেখানে উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্সের তত্ত্বাবধানে ভূমিকম্প ও অগ্নি নির্বাপক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ভাসমান পানির উপরে লাগা আগুন কিভাবে নেভাতে হয় গ্যাস সিলিন্ডারে লাগা আগুন কিভাবে নেভাতে হয় এবং বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে ফায়ার ফাইটাররা কিভাবে আগুন নির্বাপন করে তার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।
পরে উপজেলা পরিষদ মিলোনায়তনে দিবস টি উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলমের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
র্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ তদন্ত আমিনুল ইসলাম, উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা শাহজাহান আলী, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারী এবং মুজিবনগর শিশু পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা।
এ সময় বক্তরা বলেন, যে কোনো দুর্যোগে যথাযথ পূর্বাভাস, প্রস্তুতির মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করে জনগণের জানমালের ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের নীতি পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ কালীন বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সবধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।
দুর্যোগ মোকাবেলায় এসব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করায় বহিঃর্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের সক্ষমতার পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।